دینِ مُحمدی اور تعزیہ داری

قرآن اور عزاداری : عزاداری امام حسینؑ کی بنیاد قرآن شریف کے ۲۵ویں پارے کی ۳۲ویں شوریٰ آیت قُل لاّ اسئَلكمُ عليه آجراً الاّ المودة فِي القرُبى کہ دیجئے کہ میں تم سے اجر طلب نہیں کرتا سوائے اسکے کہ میری اہلبیت سے محبت کرو نزول آیت کے بعد نبی کریمؐ نے فرمایا میری اہلبیت سے محبت ومؤدّت کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے پس جو اللہ کے اس حکم کو مانے گا جنت میں داخل ہوگا اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، تمہارا کوئی عمل تمہیں نفع نہیں دے گا جب تک ہمارا حق نہیں پہچانو گے (شہید ابن شہید صفحہ ۲۵) حضورؐ نے فرمایا میری اہل بیت کشتی نوحؑ کی مانند ہیں جو شخص کشتی میں سوار ہوا اس نے نجات پائی اور اور جو کشتی میں سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک ہوا (احمد) اور فرمایا جو محبت اہلبیت میں فوت ہوگا وہ مومن فوت ہوگا اور فرمایا جو آلِ مُحمدؐ کی محبت سینے میں لیکر فوت ہوگا وہ جنت کا حقدار ہے۔

منافق کون؟ : ابو سعید خدریؓ فرماتے فرماتے ہیں کہ انحضرتؐ نے فرمایا جو اہل بیت سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے اور یہ بھی فرمایا جو میری اہل بیت کو ستائے گا اس پر اللہ تعالیٰ کا شدید غضب نازل ہوگا۔ اور فرمایا میری اہل بیت امان ہے میری اُمّت کے لئے جو دور کرتی ہے اختلافوں کو۔ پس جو قبیلہ یا گروہ ان سے مخالفت کرے گا وہ شیطان ہوگا۔

صوفیاء اور سنّت بنویؐ : قرآن کی آیت اور بنی کریمؐ کی حدیث کی روشنی میں صوفیاء کرام نے جس اسلام کی تبلیغ کی وہ قرآن، سنّت نبویؐ اور محبت اہل بیت پر مبنی تھا اس کی تبلیغ حضرت خواجہ معین الدینؒ چشتی، سرکار غوث الاعظمؒ، حضرت خواجہ بہاالدین زکریاملتانیؒ، شیخ شہاب الدین سہروردیؒ، حضرت نظام الدین اولیاءؒ، میر سیّد علی ہمدانی، سیّد شرف الدین شاہ ولایتؒ، سیّد شاہ اشرفؒ، سیّد جہانگیر شمنانیؒ، خواجہ بندہ نواز گیسو درازؒ، سرکار وارث پاک عالم پناہؒ اور دوسرے صوفیاء کرام نے کی۔

خواجہ معین الدین چشتیؒ اور تعزیہ داری : ہندوستان میں تعزیہ داری امام حسینؑ کی روایت ۱۳ویں صدی عیسوی سے ملتی ہے ۱۲۰۶ء میں چشتیہ سلسلہ کے بانی خواجہ معین الدین چشتیؒ

দ্বীনে মোহাম্মাদী ও শোকপালন

বি-ইসমিহী সুবহানাহু তায়ালা

কোরআন ও শোকপালন: ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর শোকপালনের ভিত্তি ও প্রমাণ হল কোরআনের সূরা শো'রার ৩২তম আয়াত, যেখানে মহান আল্লাহ্ বলেছেন: "হে রসূল তুমি বলে দাও যে, আমি তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাই না শুধুমাত্র এতটুকু চাই যে, তোমরা আমার 'আহ্লেবায়ত'-এর সঙ্গে মহব্বত কর। আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর নবী করীম (সঃ) বললেন যে, আমার আহলেবায়তের সঙ্গে মহব্বত করা ও ভালবাসার আদেশ আল্লাহ্ রব্বুল আ'লামীন দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র এই আদেশ মান্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর সেই আল্লাহ্র শপথ করে বলছি যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কোন আমল কাজ দেবে না যতক্ষণ না আমাদের হক্ককে চিনে ও জেনে নিচ্ছ।(শহীদ ইবনে শহীদ, পৃঃ ২৫ দ্রষ্টব্য)

হুজুর (সঃ) বলেছেন: 'আমার আহলেবায়তের উদাহরণ নূহ (আঃ)-এর তরীর ন্যায় যে ওতে আরোহন করবে সে মুক্তি পাবে আর যে তা থেকে বিমুখ হবে সে ধ্বংস হবে।' (আহমদ দ্রষ্টব্য) তিনি (সঃ) আরও বলেছেন: 'যে আহলেবায়তের ভালবাসা নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে সে মোমিনরূপে মরবে। আর এও বলেছেন: যে আহলেবায়তের মহব্বত হৃদয়ে নিয়ে মরবে সে জান্নাতের হক্কদার হবে।'

মোনাফিক্ক কে?: আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেছেন যে, নবী (সঃ) বলেছেন: 'যে আহলেবায়তের প্রতি বিদ্বেষপোষণ করবে সে হবে মোনাফিক্ক। আরও বলেছেন: 'যে আমার আহলেবায়তকে কষ্ট দেবে তার উপর আল্লাহ্র কঠিন গজব অবতীর্ণ হবে। এও বলেছেন: আমার আহলেবায়ত আমার উম্মতের জন্য নিরাপত্তার স্থান ও সমাধানকারী যারা মতানৈক্যকে দূরীভূত করে, সুতরাং যে গোষ্ঠী তাদের বিরোধিতা করবে তারা হবে শয়তান।

সূফীগণ ও সুন্নতে নবী: কোরআনের আয়াত ও নবী পাকের হাদীসের আলোকে সূফীগণ যে ইসলামের প্রচার করছেন, তা কোরআন, সুন্নত ও আহলেবায়তের ভালবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর তার প্রচার হযরত খাজা মোঈনুদ্দীন চিশতি (রঃ), গওসূল আ'যম (রঃ), হযরত খাজা বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী, শেখ শাহাবুদ্দীন সহরওয়ার্দী, হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ), মীর সৈয়দ আলী হামদানী (রঃ), সৈয়দ শারফুদ্দীন শাহ বেলায়ত (রঃ), সৈয়দ শাহ আশরফ (রঃ), সৈয়দ জাহাঙ্গীর শামসানী (রঃ), খাজা বান্দা নওয়াজ গেসু দারায (রঃ), সরকার ওয়ারিস পাক আলম পানাহ্ ও অন্যান্য সুফীগণ।

খাজা মোঈনুদ্দীন চিশতী ও তাজিয়ার প্রচলন: ভারতে ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর তাজিয়া উত্তোলনের উৎপত্তির ইতিহাস এভাবে পাওয়া যায় যে, ত্রয়োদশ শতাব্দী অর্থাৎ ইংরাজি ১২০৬ সালে চিশতিয়া পরম্পরার প্রবর্তক খাজা মোঈনুদ্দীন চিশতি (রঃ)-র

Scanned by CamScanner

উপস্থিতিতে তাজিয়া ওঠানোর রীতি আরম্ভহয়েছে আর যা আজও অবধি অব্যহত। আজমীরে ১ মহরম থেকে ১২ মহরম অবধি ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর শোকপালনের অনুষ্ঠান চলে। মানুষ ৭ম মহরম হতে ১০ম মহরম পর্যন্ত তাজিয়া ওঠানোর রীতিতে ব্যস্ত থাকে। ৫ম মহরমে বাবা মসউদ গঞ্জে শকর (রঃ)-এর উরুসের সময়ে (খাজা গরীব নওয়াজের রূপোর তাজিয়া যে চিল্লা খানায় রয়েছে,) বাবা সাহেবের সেই চিল্লা খানা খোলা হয় এবং মানুষ তার যিয়ারত করে। ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর শোকপালনের রীতিসমূহ সুফীগণের মাধ্যমেই প্রচলিত, মনে রাখবেন এ রীতি শিয়া মোজতাহিদগণ বা আলিমগণের কৃতিত্ব নয় কারণ এ রীতির সূচনা তাঁদের পূর্বের বিষয়। (**রাহে ইসলাম, পৃঃ ৭৪-৭৮ দ্রষ্টব্য**)

সুফীবাদের প্রবর্তক স্বয়ং নবী করীম (সঃ): সুফীবাদের ভিত স্বয়ং নবী (সঃ) রেখেছিলেন, যে সাহাবীগণ মসজিদে নববীর সামনের পাথরের যে 'চবুতরা' (উঁচু স্থান)-র উপর বসে দিবা-নিশি আল্লাহ্‌র স্মরণে ও এশকে মোহাম্মাদে ডুবে থাকতেন যাঁদেরকে আসহাবে সুফ্ফা বলা হত। হুজুর (সঃ) আসহাবে সুফ্ফাকে খুবই ভালবাসতেন এবং অর্থশালী সাহাদের এই আদেশ দিতেন যে, তাঁরা যেন আসহাবে সুফ্ফার আহারাদির ব্যবস্থা করে। (কাশফুল মহ্‌জুব, পৃঃ ১৫২ দ্রষ্টব্য)

রসূল-বংশের সঙ্গে বনী উমাইয়ার শত্রুতা ও সুফীগণের ভূমিকা: খেলাফতে রাশেদার পর বনী উমাইয়ার রাজতন্ত্র আরম্ভহয়েছে যার প্রবর্তক ছিল মোয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান। উক্ত পৈতৃক (রূপে গড়ে নেওয়া) রাজতন্ত্রের বাইয়ত করতে অমান্য ও অস্বীকার করার দরুন হযরত ইমাম হোসায়েন (আঃ) ও রসূলের পরিবারকে কারবলার মরু প্রান্তরে প্রাণ দিতে হয়েছে। আমীর মোয়াবিয়া ইয়াযীদকে নিজ উত্তরসূরী করার জন্য বিশিষ্ট সাহাবা (রাঃ) ও তাবেঈনদের গর্দানে তরবারী রেখে ইয়াযীদের নিজ উত্তরসূরীর ঘোষণা দিয়েছে। জনগণের একাংশকে উপহার-উপঢৌকনের লোভ দেখিয়ে ও একাংশকে ভয় দেখিয়ে ইয়াযীদের বাইয়তে বাধ্য করেছে। (**খেলাফত ও রাজতন্ত্র, পৃঃ ১৪৪; তারীখে ইসলাম পৃঃ ১৮১, দ্রষ্টব্য**)

বনী উমাইয়ার অত্যাচারীরা রসূল-বংশের সদস্যদের বেছে বেছে হত্যা করেছে। রসূল-পরিবারের সঙ্গে বনী উমাইয়ার শত্রুতা এতেই শেষ হয়নি বরং তারা প্রত্যেক জুম্মার দিন (খোৎবার মধ্যে) রসূলেরই মেম্বরে চড়ে রসূলের বংশের উপর অভিসম্পাত ও গালমন্দ করার রীতি প্রচলন করেছে। (এমনকি হযরত ইমাম হাসান (আঃ) ও রসূল-পরিবারের উপস্থিতিতেও, আর তাঁদের ভদ্রতা এটাই ছিল যে, তাঁরা নির্বাক শুনে যেতেন সেখানে প্রতিবাদ করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতেন না।) আহলেবায়তের অনুগামী ও অনুসারীরা এই অত্যাচার পছন্দ করেন নি, উম্মুল মোমেনীন মা উম্মে সালমা (রাঃ) আমীর মোয়াবিয়ার নামে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন: তুমি মেম্বরে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌ ও রসূলের উপর লা'নত (অভিসম্পাত) করছ? কেননা তুমি আলী (রাঃ) ও তাঁর প্রিয়জনদেরকে অভিসম্পাতের পাত্র মনে কর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল হযরত আলী (রাঃ)কে ভালবাসেন। (**তারীখুল খোলাফা, পৃঃ ২৪০; হযরত আবু**

কী موجودگی میں تعزیہ داری شروع ہوئی جسکا سلسلہ آج تک جاری ہے یکم مُحرم سے لیکر بارہ مُحرم تک از داری امام حسینؑ کا پرگرام اجمیر میں چلتا ہے ۷ مُحرم سے ۱۰ مُحرم تک لوگ تعزیہ داری میں مصروف رہتے ہیں ۵ مُحرم کو بابا فرید مسعود گنج شکرؒ کے عرس کے موقع پر بابا صاحب کا چلہ خانہ کھلتا ہے جس میں خواجہ غریب نوازؒ کا چاندی کا تعزیہ رکھا ہوا ہے زائرین اسکی زیارت سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ عزاداری امام حسینؑ سے متعلق اصطلاحات صوفیاء کرام ہی کی بدولت ہے یاد رہے یہ شیعہ مجتہدین یا علماء کا کارنامہ نہیں ہے اسلئے کہ یہ ان کے وجود سے پہلے کی بات ہے (راہ اسلام صفحہ ۷۴ -۷۸)

صوفی تحریک کے بانی خود نبی کریمؐ ہیں : صوفی تحریک کی بنیاد تو خود حضورؐ نے ڈالی تھی جو صحابہؓ مسجد نبوی کے سامنے پتھر کے چبوترے پر بیٹھے ہوئے دن رات یاد خدا اور عشق مُحمدی میں مشغول رہتے تھے جنہیں اصحاب صُفہ کیا جاتا تھا حضورؐ اصحاب صُفہ سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے اور مالدار صحابہ کرامؓ کو حکم دیتے تھے کے اصحاب صُفہ کے کھانے پینے کا خیال رکھیں (کشف المحجوب صفحہ ۱۵۲)

آلِ رسولؐ کے ساتھ بنوامیہ کی دشمنی اور صوفیاء کا کردار : خلافت راشدہ کے بعد بنوامیہ کا دور ملوکیت شروع ہوا جس کے بانی معاویہ بن ابوسفیان تھے اسی موروثی ملوکیت کے بیعت سے انکار کرنے کی پاداش میں سرکار امام حسینؓ اور خانوادہء رسولؐ کو میدان کرب بلا میں اپنی جان کی قربانی دینی پڑی امیر معاویہ نے یزید کی ولی عہدی کیلئے نامور صحابہؓ اور تابعین کے گردن پر تلوار رکھ کر یزید کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا کچھ لوگوں کو انعام واکرام کا لالچ دیکر اور کچھ کو ڈرا دھمکا کر یزید کی بیعت کرنے پہ مجبور کیا گیا (خلافت و ملوکیت صفحہ ۱۴۴ تاریخ اسلام صفحہ ۱۸۱) بنی امیہ کے ظالموں نے خانوادہء رسولؐ کے افراد کو چن چن کر قتل کرنا شروع کیا افراد اہل بیت سے بنی اُمیہ کی دشمنی اسی پر ختم نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے ہر جمعہ کو مسجدوں اور ممبر رسولؐ پر چڑھ کر آلِ رسولؐ پر لعنت اور گالیوں کا سلسلہ جاری کیا اور حضرت حسنؓ اور خاندانے رسولؐ بیٹھے سنا کرتے تھے۔ اہل بیت کے حامی اور مومنوں نے یہ تشدد پسند نہ کیا۔ ام المومنین ام سلمہؓ نے امیر معاویہ کے نام ایک خط لکھا اس میں تحریر کیا : تم ممبر پر کھڑے ہو کر خدا اور رسولؐ پہ لعنت بھیجتے ہو کیونکہ تم حضرت علیؓ اور انکے احباب کو ملعون قرار دیتے ہو میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا اور رسولؐ حضرت علیؓ سے محبت کرتے ہیں (تاریخ خلفاء صفحہ ۲۴۰ حیات حضرت امام ابو حنیفہ

Scanned by CamScanner

صفحہ ۱۴۵ خلافت وملوکیت صفحہ ۱۶۲)

مدینہ کی پامالی : یکم مُحرم تا ۱۰ مُحرم ۶۱ھ بمطابق ۶۸۱ء کے درمیان واقعات کربلا پیش آئے قتل حُسینؑ اور خانوادہ محمدیؐ کو تباہ وبرباد کرنے کے بعد اموی حکومت کے خلاف اہل مدینہ نے بغاوت کر دی ۶۳ھ بمطابق ۶۸۳ء میں جنگ حرّہ واقع ہوا یزید بن معاویہ نے مسلم بن عقبہ کی سرکردگی میں ۱۲ ہزار کا لشکر جرار اہل مدینہ کو سبق سکھانے کیلئے روانہ کیا مدینہ فتح ہوا یزید بن معاویہ کے لشکریوں نے تین دنوں تک شہر کے باشندوں کا قتل عام کیا عاشقِ اہل بیت کو چن چن کر قتل کیا گیا امام زہریؒ کی روایت کے مطابق سترہ سو ۱۷۰۰ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور دس ہزار عوام کو قتل کیا گیا اور غضب یہ کہ اُموی درندوں نے گھروں میں گھس گھس کر بے دریغ کنواری لڑکیوں کی عصمت دری کی جسکی وجہ کر اہل مدینہ کی دو ہزار سے بھی زیادہ کنواری لڑکیاں زنا سے حاملہ ہوئیں مسجد نبوی اور روضہ رسولؐ کے اندر گھوڑے باندھے گئے حرمت مدینہ کو پامال کیا گیا (تاریخ ابن خلدون جلد ۳ صفحہ ۱۲۵ تاریخ خلفاء صفحہ ۲۶۶، خلافت وملوکیت صفحہ ۱۷۰، تاریخ اسلام صفحہ ۱۹۴، تاریخ سرسین تاریخ ابولفداء وغیرہ)۔

مکہ معظمہ پہ حملہ : ۲۶ محرم ۶۴ھ میں یزید بن معاویہ نے حصین بن نمیر کی قیادت میں ایک اموی لشکر جرار کے ساتھ مکہ معظمہ پہ حملہ آور ہوا عبداللہ بن زبیرؓ نے اموی لشکر کا مقابلہ کرنا شروع کیا لیکن یزیدی لشکریوں نے حرم کعبہ کا بھی احترام نہ کیا اور خانہ کعبہ پر آگ اور پتھروں کی بارش شروع کردی جسکی وجہ کر کعبہ شریف کا دیوار ٹوٹ کر گر گیا کعبہ کی چھت جل کر راکھ ہو گئی غلاف کعبہ کو جلا دیا گیا آخرکار عبداللہ بن زبیرؓ کی شکست کے بعد ہزاروں لوگوں کے قتل عام کے بعد اموی لشکریوں نے ہاتھ روکا لیکن عبداللہ بن زبیرؓ کے گردن کاٹ کر انکی بیوی کے گود میں ڈال دیا گیا اور جسم کو سولی پہ لٹکا دیا گیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔

دین مُحمدیؐ اور صوفیاء : اصحاب صُفّہ کے بعد دور بنو اُمیّہ میں صوفی تحریک کا قیام دوبارہ عمل میں آیا اور صوفیاء ظالم اور موروثی ملوکیت کے خلاف صف آراء ہوئے لیکن مروان بالحکم، عبیداللہ ابن زیاد، اور حجاج بن یوسف جیسے ظالموں کے سامنے ٹھہر نہ پائے اور سرزمیں عرب سے نکل کر مختلف ملکوں میں منتشر ہو گئے انہیں صوفیوں نے پوری دنیا میں دین مُحمدیؐ کو پھیلایا آج جو پوری دنیا میں حُسینی، سُنّی، حنفی مسلمان نظر آرہے ہیں انہیں صوفیاء کی بدولت ہیں ازاداری کے بانی یہی صوفیاء تھے اور اس کا ماخز صوفیاء اور

হানীফার জীবনী, পৃঃ ১৪৫; খেলাফত ও রাজতন্ত্র, পৃঃ ১৬২, দ্রষ্টব্য)

মদীনায় ধ্বংসযজ্ঞ: ১লা মহরম হতে ১০ম মহরম সন ৬১হিজরী অনুযায়ী ৬৮১ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি কারবলার সেই মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ইমাম হোসায়েনের হত্যা ও রসূল-পরিবারের ধ্বংসের পর উমাইয়া-শাসনের বিরুদ্ধে মদীনাবাসীরা বিদ্রোহ করেছিল। সন ৬৩ হিজরী অনুযায়ী ৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে 'হুর্‌রা' যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, উক্ত যুদ্ধে ইয়াযীদ ইবনে মোয়াবিয়া মুসলিম ইবনে উক্বার নেতৃত্বে ১২ হাজারের একটি অতি শক্তিশালী সৈন্যদল মদীনাবাসীদের সায়েস্তা করার জন্য প্রেরণ করেছিল। তারা মদীনা জয় করার পর তিন দিন ধরে মদীনাবাসীদের হত্যাকান্ড চালিয়েছে। আহলেবায়তের অনুসারীদের বেছে বেছে হত্যা করেছে। ইমাম যাহ্‌রী (রাঃ)-এর বর্ণনানুযায়ী ১৭ হাজার সাহাবাকেরাম, তাবেঈন, তাব্‌তাবেঈন ও দশ হাজার সাধারণ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আর সব থেকে লজ্জাজনক বিষয় হল উমাইয়া পশুরা ঘরে ঘরে প্রবেশ করে নির্দ্বিধায় কুমারী মেয়েদের শ্লীলতাহানি করেছে যার কারণে মদীনাবাসীদের মধ্যে দুই হাজারেরও বেশী সংখ্যায় কুমারী মেয়ে জেনার মাধ্যমে গর্ভবতী হয়েছিল, মসজিদে নববী ও রসূলের রওযার মত সম্মানিত স্থানকে ঘোড়ার আস্তাবল হিসাবে ব্যবহার করেছিল। (তারীখে ইবনে খলদূন, খঃ ৩, পৃঃ ১২৫; তারীখুল খোলাফা, পৃঃ ২৬৬; খেলাফত ও রাজতন্ত্র, পৃঃ ১৭০; তারীখে ইসলাম, পৃঃ ১৯৪; তারীখে সরসীন; তারীখে আবুল ফিদা ইত্যাদি, দ্রষ্টব্য)

পবিত্র মক্কানগরীতে আক্রমণ: ২৬শে মহরম সন ৬৪ হিজরীতে ইয়াযীদ ইবনে মোয়াবিয়া হোসায়েন ইবনে নোমায়েরের নেতৃত্বে এক উমাইয়া সৈন্যসহ পবিত্র মক্কানগরীতে আক্রমণ করেছিল, আব্দুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের উমাইয়া সৈন্যের মোকাবেলা করতে শুরু করেছিল কিন্তু ইয়াযীদী সৈন্য পবিত্র কা'বারও সম্মান করল না। বরং কা'বাগৃহে আগুন ও পাথর দ্বারা আক্রমণ করল, যার কারণে কা'বাগৃহের দেওয়াল ভেঙে পড়েছিল এবং ছাদও কা'বার পর্দা পুড়ে গিয়েছিল। আব্দুল্লাহ্ ইবনে যোবায়েরের পরাজয়ের পর হাজার হাজার মানুষের হত্যার পর তবে উমাইয়া সৈন্যরা ক্ষ্যান্ত হল। আর আব্দুল্লাহ্ ইবনে যোবায়েরের গর্দান কেটে তাঁর স্ত্রীর কোলে ছুড়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁর দেহটি শূলে চড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল যাতে অন্যরা এর থেকে শিক্ষা নেয়।

দ্বীনে মোহাম্মাদী ও সুফীবাদ: আসহাবে সুফ্ফার পর বনী উমাইয়ার যুগে সুফী আন্দোলন আবার শুরু হয়েছিল এবং সুফীগণ আত্যাচারী ও উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধেসারিবদ্ধহয়েছিলেন কিন্তু মারওয়ান ইবনে হাকাম, উবায়দুল্লাহ্ ইবেন যিয়াদ এবং হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের মত অত্যাচারীদের সামনে ক্ষমতায় পেরে ওঠেন নি। ফলে সুফীগণ আরব থেকে বেরিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। সেই সুফীগণই বিশ্বে দ্বীনে মোহাম্মাদী প্রচার করেছেন। আজ সারা বিশ্বে যে হোসায়নী, সুন্নী, হানাফী মুসলমান দৃশ্যমান তা এই সুফীগণের দান, আর ইমাম হোসায়েনের শোকপালনের প্রবর্তকও এই সুফীগণও ছিলেন। আর তার ভিত্তি

Scanned by CamScanner

তাঁদের বংশের হৃদয়ে রক্ষিত ছিল যা বংশ পরম্পরায় চলে এসেছে। আশ্চর্যের বিষয় হল যে, যে ইসলামী বিধানের সূত্রপাত দোজাহানের বাদশাহ্ নবী (সঃ)-এর মাধ্যমে হয়েছিল এবং মোমিনগণ যার অনুসরণ করতেন তা তো সন ৬১ হিজরীতে শেষ হয়ে গেল, আর যে রাজতন্ত্রের ভিত্তি মোয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রেখেছিল তা আজও মুসলিম দেশগুলোতে প্রতিষ্ঠিত।!! (রাহে ইসলাম, পৃঃ ৮১ দ্রষ্টব্য)

দুই প্রকারের শিয়াঃ (ক) 'শিয়ানে মোয়াবিয়া' (মোয়াবিয়ার অনুসারী) যারা মোয়াবিয়া ও বনী উমাইয়ার পক্ষে ছিল (খ) 'শিয়ানে আলী' (আলীর অনুসারী) যারা রসূল-বংশের পক্ষে ছিল। (তারীখে ইসলাম, পৃঃ ১৭৭ দ্রষ্টব্য)

কারবলার ঘটনার পর মোখতার সাকাফী ও মুসলিম খোরাসানী কারবলা ও মদীনাবাসীদের হয়ে প্রতিশোধ নিয়ে ছিলেন। তার অনেক ব্যবধানে আব্বাসী রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আর তারপর ফাতেমী খেলাফতের যুগে ইবনে তায়মিয়া নামে তক্বলীদ অমান্যকারী এক আলিম জন্ম নেয়, সে বনী উমাইয়া ও তাদের ভ্রান্ত নীতির পূর্ণ সমর্থন করে। ইবনে তায়মিয়ার জীবদ্দশায় তার কথায় কেউ কর্নপাত করে নি, কিন্তু ১৮ শতাব্দীতে শেখ আব্দুল ওহ্হাব নাজ্দী ইবনে তায়মিয়ার পুস্তকের পূর্ণ সমর্থন করে এবং এতই প্রভাবিত হয় যে, সে ভ্রান্ত ও কঠরতায় ইবনে তায়মিয়াকেও কয়েক ধাপ পিছনে ফেলে দেয়। সে শাহ সউদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সেই সমস্ত করেছে যা আবু সুফিয়ানের চরিত্র ছিল। (আর বর্তমানেও তা অব্যহত, তৎকালীন সময়ে ইবনে তায়মিয়া ও বনী উমাইয়ার নীতির প্রচার করেছিল আব্দুল ওহ্হাব নাজ্দী আর এখন ভারতে তার দায়িত্ব নিয়েছে ডাঃ জাকির নায়েক, সে ওহ্হাবী অর্থাৎ বনী উমাইয়ার নীতির পূর্ণ সমর্থক ও প্রচারক। বনী উমাইয়া, ইবনে তায়মিয়া, আব্দুল ওহ্হাব নাজ্দী ও ডাঃ জাকির নায়েকের আক্বীদা অনুযায়ী ইয়াযীদ ইবনে মোয়াবিয়া একজন নাজী বা জান্নাতপ্রাপ্ত সাহাবী!!! ইয়াযীদের জান্নাতী হওয়া না হওয়া প্রসঙ্গে ডঃ তাহিরুল ক্বাদরীর লেকচার প্রণিধান যোগ্য—অনুবাদক)। তারা আল্লাহ্‌র আদেশ ও নবীর সুন্নতকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রসূল-বংশের বিরুদ্ধে সেই হত্যাকান্ড শুরু করে দেয় যা বনী উমাইয়ার নীতি ছিল। জান্নাতুল বাক্বীতে বুল্ডোজার চালানো হয়, কবরস্থান সম্প্রসারণের নামে সাহাবা কেরাম (রাঃ), ওহুদ যুদ্ধের বীর শহীদগণ এবং উম্মুল মোমেনীনদের কবরকে তছনছ করে দেওয়া হয়। এক শক্ত রাজনৈতিক ঘাঁটি ও তেল-সম্পদের অহংকারে আব্দুল ওহ্হাব নাজ্দীর স্ব-আবিষ্কৃত মযহাব পূর্ণ প্রচার ও প্রসার লাভ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের পর তুর্কির ইসলামী কেন্দ্রিকতা শেষ হয়ে যায় এবং কা'বার ও মদীনার দৌলতে সউদী আরবকে ইসলামী কেন্দ্রিকতা অর্জিত হয়। এরপর আর কে আব্দুল ওহ্হাব নাজ্দীর স্ব-সৃষ্ট নীতির বিরোধিতা করে? সুতরাং এবার বিনা প্রতিরোধে বনী উমাইয়ার মোনাফেক্বীযুক্ত রাজনৈকিত এবং তাদের সামাজিক ও মযহাবী নীতি ইসলামী বিশ্বে প্রচলিত করা হয়। (তারীখে নাজ্দ ও হেজাজ দ্রষ্টব্য)

মনে রাখবেন ২২ হাজার ইয়াযীদী সৈন্য যে সৈন্যের মধ্যে ৭০০ কোরআনের হাফিজ ছিল

ان کی نسلوں کے سینے تھے جہاں ازاداری امام حسینؑ کی رسومات محفوظ تھیں جو نسل در نسل ایک کے بعد دوسرے کو منتقل ہوتی رہیں۔ عجیب سانحہ ہے کہ جس اسلامی سیاسی نظام کی بنیاد سرکار دوعالمؐ نے ڈالی تھی اور جس کی پیروی مومنوں نے کی وہ تو ۶۶۱ء میں ختم ہو گیا لیکن جس موروثی ملوکیت کی بنیاد معاویہ بن ابوسفیان نے ڈالی وہ آج تک مسلم ممالک میں قائم ہے (راہ اسلام صفحہ ۸۱)۔

دوطرح کے شیعہ : شیعانِ معاویہ (معاویہ کو چاہنے والے) بنو اُمیہ کے طرف دار تھے اور شیعان علی (حضرت علیؑ کو چاہنے والے) خانوادہ رسولؐ کے طرفدار تھے (تاریخ اسلام صفحہ ۱۷۷) واقعات کربلا کے بعد مختار ثقفی اور ابو مسلم خراسانی نے کربلا اور اہل مدینہ کا بدلہ لیا اور کافی عرصہ بعد عباسی حکومت قائم ہوئی پھر فاطمی خلافت کے زمانے میں ابن تیمیہ نام کا ایک غیر مقلد عالم پیدا ہوا اسنے بنو اُمیہ اور اسکے باطل اصولوں کی بھرپور وکالت کی ابن تیمیہ کی حیات میں تو کسی نے انکی باتوں کو نہ سنا لیکن اٹھارویں صدی عیسوی میں شیخ عبدالوہاب نجدی نے ابن تیمیہ کی کتابوں سے بھرپور استفادہ کیا اور وہ اسقدر متاثر ہوا کہ وہ غلط اور شدت پسندی میں ابن تیمیہ سے بھی کئی ہاتھ آگے نکل گیا شاہ سعود کے ساتھ مل کر اسنے وہی سب کچھ کیا جو ابوسفیانی خاندان کی فطرت تھی فرمان خداوندی اور سنّت محمدی کو ٹھکرا کر خانوادہ رسولؐ کے ساتھ وہی قتل اور غارتگری شروع کر دی گئی۔ جنت البقیع پہ بلڈوزر چلا دئے گئے صحابہ کرامؓ اور شہدائے اُحد اور امہات المومنینؓ کے قبروں کو حرم کی توسیع کے نام پر پامال کیا گیا ایک مظبوط سیاسی قوت اور تیل کے دولت کے زعم میں عبدالوہاب نجدی کے خود ساختہ مذہب کی بھرپور تبلیغ واشاعت ہوئی دوسری جنگ عظیم ۱۹۴۲ء کے بعد ترکی کی اسلامی مرکزیت ختم ہو گئی اور کعبہ اور مدینہ شریف کی وجہ کر سعودی عرب کو عالمی اسلامی مرکز کا مقام حاصل ہو گیا۔ اب کون تھا جو عبدالوہاب نجدی کے اصولوں کی مخالفت کرتا پھر وہی بنی اُمیہ کی منافقانہ سیاسی سماجی اور مزہبی اصولوں کو عالم اسلام میں پھیلا دیا گیا۔ (تاریخ نجد و حجاز) یاد رہے یزیدیوں کا ۲۲ بائیس ہزار کا لشکر جن میں ۷۰۰ سات سو حافظ قرآن بھی تھے سرکار امام حسینؑ اور اپکے خانوادہ کو گھیرے ہوئے تھا اور نبی کریم کا کلمہ پڑھنے والوں نے ہی آلِ رسولؐ کو میدان کربلا میں بیدردی کے ساتھ شہید کر دیا شہزادئی رسولؐ کے سروں سے چادر اتارنے والے اور انہیں ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر کوفہ اور دمشق کی گلیوں میں گھسیٹنے والے بھی یہی یزیدی مسلمان تھے۔

امام حسینؑ کے آخری الفاظ : جب کربلا میں اموی لشکریوں نے امام حسینؑ کو چاروں

Scanned by CamScanner

طرف سے گھر لیا تو آپ نے ان منافق مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا (لوگو! میرے حسب ونسب کو یاد کرو سوچو کہ میں کون ہوں پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو، خوب غور کرو ، کیا تمہارے لئے میرا قتل کرنا اور میری حرمت کا رشتہ توڑنا گوارہ ہے؟) لیکن جن منافقوں کو نبی کریمؐ کے حرمت کا پاس نہیں جنہیں خدا کے فرمان سے کوئی سروکار نہیں انہیں سرکار امام حسینؑ سے کیا محبت و ہمدردی ہو سکتی ہے لیکن جنہیں روز قیامت کا خوف ہے جنہیں حضورؐ سے شفاعت کی امید ہے جنہیں اہل بیت نبیؐ سے پیار ہے وہ کل بھی اپنی جان خانوادہ نبیؐ پہ قربان کئے اور آج بھی یا حسین یا حسین کہتے ہوئے انکی آنکھیں آنسوں سے وضو کرتی وہ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ آخرت کا سہارا حسینؑ ہیں لہذا صوفیاء اسلام نے اسی عشق نبیؐ اور عشق اہل بیت نبیؐ کی تعلیم دے کر دین محمدی کو پھیلایا۔

اللہ کے ولی اور تعزیہ داری : ہندوستان میں خواجہ معین الدین چشتیؒ نے پہلے اجمیر کو اپنا مرکز بنایا پھر چشتیہ سلسلہ کے بزرگوں نے شمالی مشرقی اور جنوبی ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ کی ان صوفیاء نے گاؤں اور قصبات میں تبلیغ کا کام کیا ہندوؤں کے درمیان رہ کر تبلیغ کرنا آسان نہیں تھا اسلئے انہوں نے خانقاہ کے دروازے ہندوؤں کیلئے کھول دئے۔ صوفیاء کے اسی تبلیغی مشن نے ہندوؤں کو کافی متاثر کیا نیچی ذات کے ہندو مندروں میں نہیں جا سکتے تھے لیکن امام باڑوں میں ہونے والی عزاداری حسینؑ میں شرکت کرنے لگے اور آہستہ آہستہ عزاداری حسینؑ ان کی زندگی کا حصہ بن گئی اسکے لئے تبدیلی مذہب کی کوئی شرط نہ تھی مسلمان تو رسولؐ کے پیروتھے اور محبت اہل بیت کو اجر رسالت سمجھ کر عزاداری میں شامل ہوتے تھے لیکن ہندو اپنے دھرم پہ قائم رہتے ہوئے حسینؑ کے غلام بن گئے اور دھیرے دھیرے اسلام قبول کرنے لگے یہ ان صوفیاء کی کرامت ہی کہی جا سکتی ہے اور ہندوستان میں اسلام کی ترقی حسینؑ ہی کا صدقہ ہے آج ہندوستان میں حسینؑ کی اذاداری، تعزیہ داری نہ ہوتی تو صوفیاء ہندوؤں کے بیچ اسلام کو پھیلانے میں اسقدر کامیاب نہ ہوئے (راہ اسلام)

عالمی عزاداری اور صوفیاء : دنیائے طریقت کے تمام خانقاہوں اور سلسلوں میں تعزیہ داری کو عین عقیدت و محبت حسینؑ مانا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ تمام سلاسل کے صوفیاء کرام یاد حسینؑ منانا اپنے لئے باعث ثواب اور فخر سمجھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ خواجہ غریب نوازؒ کے روضہ اجمیر شریف وارث پاکؒ کے روضہ دیوا شریف، روضہ شاہ باز قلندرؒ بھاگلپور، روضہ شاہ نیاز بے نیازؒ بریلی شریف، روضہ مخدوم شاہ جہانیا جہانگشتؒ

হযরত ইমাম হোসায়েন (আঃ) ও তাঁর খান্দানকে ঘিরে রেখে ছিল, আর নবী করীম (সঃ)-এর কলমা পাঠকারী মুসলমানরাই রসূল-পরিবারকে কারবলার ময়দানে নির্মমভাবে শহীদ করেছে। নবী-পরিবারের নারীদের মাথার চাদর কেড়ে নিয়ে তাঁদের হাত-পায়ে বেড়ি পরিয়ে কুফা ও দামেস্কের বাজার ও গলিতে খালি মাথায় টানা-হ্যাঁচড়াকারীরা হল এই ইয়াযীদী মুসলমান।

ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর শেষ বাণী: যখন কারবলাতে ইয়াযীদী সৈন্যরা ইমাম হোসায়েন (আঃ)কে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলল, তখন তিনি সেই মোনাফিক্ব মুসলমানদের সম্বোধন করে বললেন: (লোক সকল! আমার বংশ-পরিচয়কে স্মরণ কর, চিন্তা করে দেখ যে, আমি কে? অতঃপর তোমরা নিজেদের দিকে তাকিয়ে দেখ এবং আত্ম-পর্যালোচনা কর, খুব চিন্তা করে দেখ যে, আমাকে হত্যা করা ও আমার সম্মানহানি করা তোমাদের পক্ষে কি উচিত হবে?) কিন্তু যে মোনাফিক্বদের নবী করীম (সঃ)-এর মর্যাদার খেয়াল নেই, যাদের আল্লাহ্‌র আদেশের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তাদের হযরত ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর সঙ্গে কি মহব্বত ও সমবেদনা হতে পারে? তবে যাদের ক্বেয়ামতের ভয় রয়েছে, যাদের হুজুর (সঃ)-এর শাফায়াতের আশা রয়েছে, যাদের নবী-পরিবারের সঙ্গে মহব্বত রয়েছে তারা পূর্বেও নবী-পরিবারের উপর নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেছে আর আজও তারা 'ইয়া হোসায়েন ইয়া হোসায়েন' বলে নিজেদের অশ্রু দ্বারা দাড়ি ভিজিয়ে ফেলে। কেননা তারা জানে আখেরাতের সাহারা হল হোসায়েন, সুতরাং সুফীগণ উক্ত নবী-প্রেম ও আহলেবায়ত-প্রেমের তালিম দিয়ে দ্বীনে মোহাম্মাদীকে প্রচার করেছেন।

আল্লাহ্‌র ওলী ও তাজিয়াদারী: বৃহত্তর ভারতে খাজা মোঈনুদ্দীন চিশতি প্রথমে আজমীরকে নিজ কেন্দ্র বানিয়ে ছিলেন, তারপর চিশতিয়া পরম্পরার বোযোর্গেরা উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে ইসলামের তবলীগ করেছেন। তাঁরা গ্রাম ও মফস্‌সলে তবলীগ করেছেন, হিন্দুদের মধ্যে তবলীগ করা সহজ ছিল না তাই তাঁরা হিন্দুদের জন্য খানকার দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন। সুফীগণের উক্ত তবলীগী মিশন হিন্দুদের খুবই প্রভাবিত করেছে। হিন্দুরা যাদেরকে নীচু জাত বলে ধারণা করত তাদের মন্দিরে আসার অনুমতি ছিল না, অতএব তারা ইমামবাড়াগুলোতে ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর শোকপালনে অংশগ্রহণ করতে আরম্ভ করে এভাবে ক্রমে ক্রমে ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর শোকপালন তাদের জীবনের একটি অংশ হয়ে দাঁড়ায়, আর একাজের জন্য ধর্মান্তরেরও কোন শর্ত ছিল না। মুসলমানেরা তো রসূলের অনুসারী ছিল তারা আহলেবায়তের মহব্বতকে রেসালতের পারিশ্রমিক মনে করে ইমাম হোসায়েনের শোকপালনে অংশগ্রহণ করত, তবে হিন্দুরা নিজেদের ধর্মে অবস্থানকরতঃ হযরত ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর গোলাম হয়ে গেল এবং ক্রমে ক্রমে তারা ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল, এটা সেইসব সুফীদের কেরামত বলা যেতে পারে। আর ভারতে ইসলামের উন্নতি হযরত ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর বরকতে হয়েছে, ভারতে যদি ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর শোকপালন না হত সুফীগণ হিন্দুদের মাঝে ইসলাম প্রচারে এভাবে সফল হতেন না। **(রাহে ইসলাম দ্রষ্টব্য)**

Scanned by CamScanner

হোসায়েন (আঃ)-এর বিশ্বব্যাপী শোকপালন ও সুফীবাদ: তরীক্বতের জগতের সমস্ত খানক্বাগুলোতে ইমাম হোসায়েনের শোকপালনকে আসল ইসলামী আক্বীদা ও মহব্বতে হোসায়েন মনে করা হয়। একারণে সুফী পরম্পরায় হযরত ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর শোকপালনকে সওয়াবের কাজ বলে মনে করা হয়, আর এতে নিজেরা গর্ববোধ করেন। একারণে খাজা গরীব নওয়াজ (রঃ)-এর মাজার আজমীরে, ওয়ারিস পাক (রঃ)-এর মাজার দিওয়াতে, শাহবাজ কালান্দার (রঃ)-এর মাজার ভাগল পুরে, শাহ নিয়াজ বেনিয়াজ (রঃ)-এর মাজার বেরেলীতে, মখদুম শাহ্ জাহাঙ্গীর জাহাঁগস্ত (রঃ)-এর মাজার কছুচেতে এবং ভারতে শত শত ওলীদের দরবারে হযরত ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর শোক পালিত হয়। কয়েক শতাব্দী ধরে ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরাক, মিশর, কুয়েত, সাঙ্কিয়াঙ্গ (চীনি তুর্কিস্তান), তাশকান্দ্ (রাশিয়া), ডারবান (জার্মানী), দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়াও পুরো আলজাযায়ের, রঞ্জিবার, মেডাগাস্কার, লাক্ষাদ্বীপ, মালদ্বীপ, মোরিশাস, আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি স্থানে হযরত ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর শোকপালন হয়। আরবের উপসাগরীয় দেশগুলো যেমন: বাহরাইন, মাস্কত, ওস্মান, ইত্যাদি দেশে ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর শোকপালন হয়। শুধু তাই নয় বরং একটু আধটু রীতির পরিবর্তনে বিশ্বের সমস্ত স্থানে ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর শোকপালন হয়। (তবে মনে রাখবেন সউদী আরবসহ যেখানে যেখানে ওহ্হাবী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত সেই সমস্ত স্থানে সব থেকে বেশী বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়।)

হযরত ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর শোকপালন কেন আবশ্যক?: হযরত ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর শোকপালন এজন্য আবশ্যক যে, হুজুর (সঃ)-এর বিষ প্রয়োগকারীকে মানুষ ভুলে গিয়েছে, হযরত উমর ফারূক্ব, হযরত উসমান বিন আফফান, আমীরুল মোমেনীন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ), হযরত ইমাম হাসান (আঃ), হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ), হযরত আয়েশা (রাঃ), ইমামে আ'যম হযরত আবু হানীফা (রহঃ) ও আব্দুল্লাহ্ বিন আবু বকরের হত্যাকারীদের মানুষ ভুলে গিয়েছে। ৯০ বছরের উমাইয়া রাজত্বে শত শত আহলেবায়তের সদস্য, সাহাবা, তাবেঈন, তাব্তাবেঈন, মোহাদ্দেসীন ও মোনেনীনদের হত্যাকারীদের মানুষ ভুলে গিয়েছে। আর এই ঐতিহাসিক সত্য সময়ের আবর্তনে বিলীন হতে চলেছে। তবে ইমাম হোসায়েন (আঃ) ও রসূল-পরিবারের হত্যাকারীদের কোন যুগ না ভুলতে পেরেছে আর না ভুলতে পারবে। কেননা প্রত্যেক বছর ১লা মহরম থেকে ৪০ দিন পর্যন্ত সারা বিশ্বে ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর শোকপালনকারী হোসায়নী মুসলমানেরা কারবলার শহীদগণের স্মরণ করে থাকে। বনী উমাইয়ার মোনাফেকী, অত্যাচারযুক্ত ও বে-দ্বীনী কার্যকলাপের উপর নিজেদের ঘৃণা ও ধিক্কার বর্ষণ করে থাকে এবং সেই সাথে নবী-পরিবারের নূরানী ব্যক্তিদিগের প্রতি ভালবাসার পরিচয় দিয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী আত্ম-প্রশান্তির সরদ সঞ্চিত করে। কেননা হোসায়েনের ভালবাসাই রসূলের ভালবাসা, আর রসূলকে না ভালবেসে কোন মুসলমান মোমিন হতে পারে না। হোসায়েনের সাক্ষাৎ নবী

کچھوچہ شریف، روضہ خواجہ فخر الدین چستیؒ شلوار شریف، روضہ خواجہ بندہ نواز گیسو درازؒ، روضہ بابا فرید مسعود گنج شکرؒ، روضہ مخدوم شاہ یحیٰ بہاری منیریؒ اور ہندوستان میں سیکروں ولیوں کے دربار میں تعزیہ داری ہوتی ہے۔ صدیوں سے لیکر آج تک ہندوستان، پاکستان، آفغانستان، عراق، مصر، کویت، سنکیانگ، (چینی ترکستان) تاشقند (روس) ڈربن (جرمنی)، ساؤتھ افریقہ کے علاوہ مجموعہ الجزائر، رنجیبار، مڈغاسکر لکش دیپ، مالدیپ، موریشش، انڈمان نکوبار وغیرہ میں تعزیہ داری ہوتی ہے عرب کے خلیجی ریاستوں میں جیسے بحرین، مسقط، عمان وغیرہ میں تعزیہ داری ہوتی ہے عرب ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام خطوں میں یاد حسینؑ منایا جاتا ہے گو کہیں کہیں طریقے میں فرق ہو سکتا ہے صرف سعودی عربیہ اور قطر اسٹیٹ جہاں وہابیہ حکومت قائم ہے تعزیہ داری کو بزور شاہی طاقت روکتے ہیں۔

تعزیہ داری کیوں ضروری ھے : کیونکہ حضورؐ کو زہر دینے والے کو لوگ بھول گے حضرت عمر فاروقؓ، حضرت عثمان بن عفانؓ، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالبؑ، حضرت امام حسنؑ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت عمار بن یاسرؓ، حضرت عائشہ صدیقہؓ، امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہؒ اور عبداللہ بن ابو بکر کے قاتلوں کو لوگ بھول گئے۔ ۹۰ سالہ اموی دور حکومت میں سینکڑوں خاندان اہلبیت، صحابہؓ، تابعین تبع تابعین محدثین اور مومنین کے قاتلوں کو لوگ بھول گئے کیونکہ یہ تاریخی حقائق وقت کے گرد و غبار میں چھپتا جارہا ہے لیکن قاتلان امام حسینؑ اور قاتلان خانوادہء رسول کو زمانہ نہ کبھی بھول پایا ہے نہ کبھی بھول پائے گا کیونکہ ہر سال محرم کی پہلی تاریخ سے لیکر چالیس دنوں تک پوری دنیا میں عزاداری، تعزیہ داری ذکر شہادت کی محفلیں سجانے والے حسینی مسلمان شہیدِ کربلا کی یاد مناتے ہیں اور خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے نسل بنوامیہ کی منافقانہ، ظالمانہ اور غیر اسلامی حرکات پہ اپنی نفرت کا اظہار اور اہلبیت نبیؐ کی نورانی و روحانی شخصیات سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ اور رسولؐ کے فرمان کے مطابق سکون قلب کا سامان پیدا کرتے ہیں کیونکہ محبت حسینؑ ہی محبت رسولؐ ہے اور محبت رسولؐ کے بغیر کوئی بھی مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، حسینؑ کا دیدار محمدؐ عربی کا دیدار ہے، حسینؑ مہر نبوت کا سوار ہے ایک دن حضرت عمر فاروقؓ نے دیکھا کہ سرکار امام حسینؑ سرکار دو عالمؐ کے مبارک کاندھوں پہ سوار ہیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا کتنی اچھی سواری ہے یہ سنکر حضورؐ نے فرمایا اے عمر دیکھو تو سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ جہاں مہر نبوت ہے وہاں حسینؑ بیٹھے ہیں اور شہنشاہ ولایت کو کاندھے پہ سوار کر کے آپ کی ولایت کا اعلان فرما رہے ہیں آپ نے بارہا فرمایا ہے

Scanned by CamScanner

حُسین مِنّی وَ اَنَا مِنًّا لِحُسینؑ ترجمہ حسینؑ مجھ سے ہے اور میں حسینؑ سے ہوں یعنی دین لانے والا میں ہوں اور دین بچانے والا حُسینؑ ہے۔ لہذا حضورؐ کی سنت ادا کرتے ہوئے ہم سنی حنفی حسینی مسلمان حسینؑ کی تعزیت کے لئے اللہ کے حکم کے مطابق اہل بیت سے محبت کا اظہار کرنے کیلئے اور حضورؐ کی سنت ادا کرنے کے لئے تعزیہ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر حسینؑ سے محبت کا اظہار اور یزید بن معاویہ اور نسل بنوامیہ سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں آج دنیا کے ۹۰ فیصد مسلمان سنی حنفی حسینی ہیں امام اعظم حضرت ابو حنیفہ کے نزدیک ایسے لوگ جو آلِ روسولؐ اور حضرت علیؓ سے دشمنی کی ہے وہ باغی ہیں اور حافظ شیرازی نے فرمایا جو شخص حضرت علیؓ اور اہل بیت کا دوست نہیں وہ کافر ہے خواہ ہو کوئی عالم دین ہو زاہد ہو، شیخ ہو یا پیر طریقت ہو۔

آن راکہ دوستیِ علی نیست کافر است

گوزاہد زمانہ یا شیخ راہ باس

یاد حسینؑ کو تعزیہ داران عبادت کا ایک رکن مانتے ہیں۔ تعزیہ داران محرم میں یزیدی ظلم وستم کے خونی داستانوں کو اس لئے دُہراتے ہیں کہ حق و باطل کی تمیز ہو جائے کہ کون کون محبان رسولؐ اور محبان آلِ رسولؐ واطہار ہیں اور کون کون دشمنانِ رسولؐ اور دشمنانِ آلِ رسولؐ ہیں۔ تعزیہ داری حضرت امام حسینؑ کی یاد آوری ہے۔ جس طرح قربانی حضرت اسماعیلؑ کی یادگار ہے، مقام ابراہیمؑ حضرت ابراہیمؑ کی یادگار ہے چونکہ آپ نے اس پتھر پر کھرے ہو کر کعبہ کی تعمیر کی تھی وہاں پر دو رکعت نماز ادا کئے بغیر حج پورا نہیں ہو سکتا۔ صفاہ مروۃ حضرت حاضرہ کی پانی کیلئے دوڑ دھوپ کرنے کی یادگار ہے۔ مقام عرفات حضرت آدمؑ اور حضرت حوّاؑ کی ملاقات کی یادگار ہے۔ ہر سال حج کے موقعہ پر حجازی و مصری دو محملیں حضرت عائشہ صدیقہؓ کی بنا کر بڑے تزک واحتشام کے دھوم دھام کے ساتھ علماء مشائخ کندھوں پر اُٹھا کر لاتے ہیں تا حضرت عائشہ صدیقہؓ کی یاد آجائے۔ ان کی محمل کی یاد آجائے۔ ہر حاجی پر حکم لازم ہے کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دے۔ اس کالے پتھر کو بوسہ نہ دیا جائے تو تمام عالموں کا اس پر اتفاق ہے کہ حج نہیں ہوگا۔ ۶/ دسمبر ۱۹۹۲ء کو بابری مسجد شہید کیا گیا اور ہر سال ۶/ دسمبر کو ہندوستان کے تمام مسلمان بابری مسجد کی شہادت پہ یوم سیاہ مناتے ہیں۔ تو نواسۂ رسولؐ کی شہادت کی یاد منانا کیوں ضروری نہیں۔ جنہوں نے پوری دنیا کی مسجدوں کو ویران ہونے سے بچالیا۔ تعزیہ تمام علماء وصالحین سلف واولیاء کرام ومشائخ عظام کی نگاہ میں مستحسن ہے۔ مسند احمد

(সঃ)-এর সাক্ষাৎ, হোসায়েন মোহরে নব্যুয়তের উপর আরোহনকারী। একদিন হযরত উমর ফারূক (রাঃ) দেখেন যে, ইমাম হোসায়েন (আঃ) নবী পাক (সঃ)-এর কাঁধে আরোহন করেছেন, তা দেখে হযরত উমর ফারূক (রাঃ) বলেন যে, কত সুন্দর যান, একথা শুনে মহানবী (সঃ) বললেন হে উমর! এটাওতো দেখ যে, বাহনও কত সুন্দর। যেখানে মোহরে নব্যুয়ত সেখানে ইমাম হোসয়েন (আঃ) বসে রয়েছেন। আর বেলায়তের বাদশাহ্‌কে কাঁধে নিয়ে তিনি (সঃ) নিজ বেলায়তের ঘোষণা দিচ্ছেন। তিনি (সঃ) একাধিকবার বলেছেন 'হোসয়েনো মিন্নী ওয়া আনা মিন হোসায়েন' (হোসায়েন আমা হতে আর আমি হোসায়েন হতে) অর্থাৎ দ্বীনের প্রবর্তক আমি আর তার প্রাণদাতা হোসায়েন (আঃ)। সুতরাং হুজুরের সুন্নত পালন করতঃ আমরা সুন্নী হানাফী হোসায়নী মুসলমান হযরত ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর শোকে তাঁকে সমবেদনা জানানোর উদ্দেশ্যে, আল্লাহ্‌র আদেশানুসারে আহলেবায়তের ভালবাসার পরিচয় দেওয়ার জন্য এবং হুজুর (সঃ)-এর সুন্নত পালন করার জন্য নিজেদের কাঁধে তাজিয়া নিয়ে হোসায়েনের ভালবাসার পরিচয় দিয়ে থাকি, আর ইয়াযীদ ইবনে মোয়াবিয়া ও বনী উমাইয়ার প্রতি ঘৃণা ও ভর্ৎসনার পরিচয় দিই। বর্তমানে বিশ্বের ৯০ শতাংশ মুসলমান সুন্নী হানাফী, কিন্তু প্রকৃত হোসায়নী মুসলমান অনেক কম, ইমামে আ'যম হযরত আবু হানীফার দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি আলে রসূল ও হযরত আলী (রাঃ)-এর সাথে শত্রুতা পোষণ করে সে (ইসলাম) বিদ্রোহী। আর হাফিজ শীরাজী বলেছেন: "যে ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ) ও আহলেবায়তের সঙ্গে মহব্বত করে না সে কাফির চাই সে আলিম হোক, মোত্তাক্বী-পরহেযগার হোক, অনেক বুযুর্গ ব্যক্তি হোক বা তরীকতের পীরই হোকনা কেন।" 'আঁ রা কেহ্‌ দোস্তীয়ে আলী নীস্ত কাফির আস্ত/ গো যাহিদে যামানা ইয়া শাইখে রাহ্‌ বাস্‌ — যার মধ্যে আলীর ভালবাসা নেই সে কাফির/ সে ব্যক্তি পরহেযগার বা তরীকতের পথপ্রদর্শক হলেও।'

হোসায়েনের স্মরণকে তাঁর শোকপালনকারীরা এবাদতের এক স্তম্ভ বলে মনে করেন। তাঁর শোকপালনকারীরা মহরমে ইয়াযীদী অত্যাচারের নির্মম হত্যাকান্ডের ঘটনাকে এজন্য পুনরাবৃত্তি করে থাকে যাতে হক্ব ও বাতিল পরিস্কার হয়ে যায় যে, হক কোন দিকে আর বাতিল কোন দিকে, কারা রসূল ও আলে রসূলকে ভালবাসে আর কারা রসূল ও আলে রসূলের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। হযরত ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর শোকপালন হল তাঁরই স্মৃতিচারণ। যেমন 'ঈদুল আযহা' হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর স্মৃতিচারণ। কা'বাগৃহের চত্তরে 'মক্বামে ইব্রাহীম' হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর স্মারক কেননা তিনি উক্ত পাথরের উপর দাঁড়িয়ে কা'বাগৃহ নির্মান করেছিলেন, যে স্থানে দুই রেকাত নামায না পড়লে হজ্জকারীদে হজ্জ পূর্ণ হয় না। 'সাফা ও মারওয়া' পর্বতদ্বয় হযরত হাজেরার পানির জন্য দৌড়া-দৌড়ি করার স্মারক। 'আরাফাত'-এর স্থান হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়ার পুনর্মিলনের স্মারক। প্রত্যেক বছর হজ্জের সময় একটিহেজাজী ও একটি মিশরীয় 'মহমল' (উটের পিঠের হাওদা)-এর অনুরূপ কাঠামো বড়ই সম্মানের সাথে জাঁকজমক সহকারে উলামা ও বুযুর্গেরা কাঁধে তুলে নিয়ে আসেন। যাতে হযরত মা আয়েশার স্মরণ হয় এবং তাঁর 'মহমল'-এর স্মরণ হয়। প্রত্যেক হাজীর জন্য হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করা

Scanned by CamScanner

بن حنبل جو مسلمانوں کے یہاں سب سے مستند حدیث کی کتاب ہیاس میں لکھا ہے کہ جو شخص امام حسین کی یاد میں روئے یا اس کے آنکھ سے ایک قطرہ بھی آنسو ٹپکے تو خدا اس کے تمام گناہ معاف کر کے اس کو جنت میں جگہ دے گا۔ تعزیہ دار لوگ "تعزیہ" کو شعائر اللہ سمجھتے ہیں اور ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ شعائر اللہ (اللہ کی نشانی) وہ اشیاء مراد ہیں جو خدا اور کسی نبی یا امام یا قرآن کے ساتھ منسوب ہو جائے۔ مثلاً مسجدیں، قرآن سنگ اسود، ناقہ صالح، منبر رسول اللہؐ، تبرکات انبیاء، مثل عمامہ عصا وغیرہ، بالکل اسی طرح تعزیہ بھی بنا، چونکہ امام حسینؑ کی قبر سے تشبیہ دیکر امام سے منسوب کر دیا گیا۔ اس لئے قابل صد احترام ہے۔ سر تاج العارفین حضرت سید ناحاجی وارث علی شاہ قدس سرہ اور سید الکاملین حضرت شاہ عبدالرزاق بانسویؒ کا ارشاد ہے کہ تعزیہ کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ خالی پنّی، کاغذ اور بانس کی کمچیوں کا ڈھانچہ ہے۔ ملحوظ رہے کہ ارواح قدسیہ سید الشہدا علیہ السلام اور جملہ شہیدائے کربلا اس طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تعزیہ داری حسین پاک کی یاد آوری ہے یہ یادگار حسین ہے، یہ شعائر اللہ کی نشانی ہے۔ جس طرح صفا و مروہ، قرآن شریف سے ثبوت ہے۔ ان الصفاء والمروۃ من شعائر اللہ اس لئے جو سنی حنفی مسلمان ہین۔ اہلبیت اور حسین کے طرفدار ہیں۔ جو سرکار خواجہ غریب نواز، سرکار غوث الاعظم سرکار وارث پاک عالم پناہ اور اولیاء کرام سے محبت و عقیدت رکھتے ہیں وہ تعزیہ دار ہیں۔

مرتب

محمد عرفان خان وارثی (خلیفہ تھانہ اقبال پور اخارہ نمبر ۷)
بی-اے-جنرل، بی-اے (آنرس اسلامک ہسٹری)
۵/ بھوکیلاش روڈ خضر پور (کولکاتا-۷۰۰۰۲۳)
منجانب : انجمن غلامانِ آلِ رسولؐ
زیر صدارت : خطیب اہلبیت حضرت علامہ جمیل وارثی
۱۰/ ایم ۔ایم۔ علی روڈ خضر پور (کولکاتا-۷۰۰۰۲۳)

زر تعاون : ۲ روپے

آبশ্যক, সর্বসম্মতিক্রমে বলা হয় যে উক্ত কালো পাথরে চুম্বন না করলে তার হজ্জ হবে না। ৬ষ্ঠ ডিসেম্বর সন ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দে বাবরী মসজিদ শহীদ করা হয়েছে, তাই প্রত্যেক বছর ৬ষ্ঠ ডিসেম্বরে ভারতের সমস্ত মুসলমান বাবরী মসজিদের স্মরণে উক্ত দিনটি কালাদিবস হিসাবে পালন করে। সুতরাং (এখন আমাদের প্রশ্ন হল) নবী-দৌহিত্র হযরত ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর শাহাদতকে স্মরণ করা আবশ্যক হবে না কেন? যিনি সারা জগতের মসজিদগুলো জনহীন ও নামাযহীন হওয়া থেকে রক্ষা করেছেনে। শোকপালন সমস্ত বিগত উলামা বুযুর্গগণের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় কর্ম। 'মোসনাদে আহমদ বিন হাম্বল' যেটি মুসলমানেদের দৃষ্টিতে অতিশয় নির্ভযোগ্য পুস্তক, উক্ত পুস্তকে লেখা আছে যে, যে ব্যক্তি হযরত ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর শোকে ক্রন্দন করে অথবা যার চোখ থেকে উক্ত শোকের কারণে এক ফোঁটা অশ্রু বের হয় আল্লাহ্ তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিয়ে তাকে জান্নাতে স্থান করে দেবে। যারা তাজিয়া ওঠায় তারা তাজিয়াকে 'শায়ায়েরাল্লাহ্' আল্লাহ্র নিদর্শন হিসাবে দেখে এবং তার সম্মান করে। 'শায়ায়েরাল্লাহ্' অর্থাৎ সেইসব বস্তু অথবা কর্ম যা আল্লাহ্ বা রসূল কিংবা কোরআনের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন: মসজিদসমূহ, কোরআন, হাজারে আসওয়াদ, হযরত সালেহ্ (আঃ)-এর উট, রসূল (সঃ)-এর মেম্বর, নবীগণের রেখে যাওয়া বস্তুসমূহ পাগড়ি, লাঠি ইত্যাদি, ঠিক অনুরূপ তাজিয়াও। কেননা তা ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর কবরের সাদৃশ্যে নির্মিত এবং এটি তাঁর সঙ্গেই সম্পৃক্ত করা হয়। আর একারণেই তা শতধি সম্মানের অধিকারী। সম্মানীয় আরিফ হযরত সৈয়দেনা হাজী ওয়ারিস আলী শাহ এবং সৈয়েদুল কামেলীন হযরত শাহ আব্দুর রজ্জাক বাঁসুয়ী বলেছেন যে, তাজিয়াকে কেউ যেন রকমারি কাগজ ও বাঁশ-কঞ্চির খালি কাঠামো না মনে করে। স্মরণ রাখা উচিত যে, পবিত্র আত্মাসমূহ বিশেষ করে শহীদগণের সর্দার হযরত ইমাম হোসায়েন (আঃ) ও কারবলার সমস্ত শহীদগণের আত্মা এদিকেই আকৃষ্ট হন। তাজিয়াদারী হোসায়েন (আঃ)-এর স্মরণে তাঁরই স্মারক, এটি শায়ায়েরাল্লাহ্ বা আল্লাহ্র নিদর্শন। যেরূপে সাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয় কোরআনে প্রমাণিত। কেননা কোরআনে উল্লেখ হয়েছে যে, 'ইন্নাস্সাফা ওয়াল মারওয়া মিন শায়ায়েরাল্লাহে' (নিশ্চিতরূপে সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্র নিদর্শনাদির মধ্যে একটি।) সুতরাং যেসব সুন্নী হানাফী মুসলমান আহলেবায়েত ও ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর অনুসারী, যারা খাজা গরীব নওয়াজ, গওসুল আ'যম, হুজুর ওয়ারিস পাক আলমপানাহ্ ও আউলিয়া কেরামদের ভালবাসে দেখবেন তারা সকলেই তাজিয়াদার।

প্রবন্ধকার:
মোহাম্মাদ ইরফান খান ওয়ারেসী,
বি-এ জেনারেল,বি-এ অনার্স, (ইসলামিক হিস্ট্রি)
৫, ভূ কৈলাশ রোড খিদিরপুর কোলকাতা-৭০০০২৩
বঙ্গানুবাদ:
এম-এইচ-খান, Mob.09681308509,
E-mail: batul_5@yahoo.com

Scanned by CamScanner